KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

রতৌনা আন্দোলন: হিন্দু-মুসলিম সংঘবদ্ধ আন্দোলনের এক অনন্য নজির

পলাশ সেনাপতি
সহকারী শিক্ষক, পি.জি.টি (ইতিহাস), জেলা মুখ্যমন্ত্রী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় গোড্ডা, ঝাড়খণ্ড;
পিএইচ.ডি. গবেষক, মেদিনীপুর কলেজ রিসার্চ সেন্টার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার রতৌনা গ্রামে ১৯২০ সালে ব্রিটিশ কোম্পানি কাসাইখানা খুলেছিল। এর প্রতিবাদে প্রদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হলেও কোনো সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত কসাইখানা বন্ধের জন্য একটি আন্দোলন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি এমন একটি সুসংগঠিত আন্দোলন করেছিল যার ফলস্বরূপ সরকারকে মাথা নত করতে হয়েছিল এবং কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই আন্দোলন ছিল একদিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম সংঘবদ্ধতার প্রতীক অন্যদিকে; ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগনের প্রথম বিজয়।

সূচকশব্দঃ কসাইখানা, রতৌনা আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম সংঘবদ্ধতা, ব্রিটিশ সরকার, আন্দোলন কমিটি।

মূলপ্রবন্ধ

বিংশ শতকের বিশের দশকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের জাতীয় আন্দোলন একদিকে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে খলিফার মর্যাদার পুনরুত্থানের জন্য আন্দোলনের বিষয়ে জর্জরিত ছিল। সেইসময় জুন ১৯২০ সালে সাগর (মধ্যপ্রদেশ) এর পাশে রতৌনা গ্রামে ব্রিটিশ সরকার একটি কসাইখানা নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এই কসাইখানাতে প্রতিদিন ১৪০০ গো, গাভী হত্যা করে বাক্সবন্ধী গো-মাংস উৎপাদনের পরিকল্পনা হয়েছিল।[১] ব্রিটিশ সরকার বাক্সবন্ধী গো-মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী গো-মাংসের চাহিদা পূর্ণ করতে চেয়েছিল, বিশেষ ভাবে এই গো-মাংস ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রেঙ্গুনের বাজারে রপ্তানি করার পরিকল্পনা ছিল।[২] এই কসাইখানার মাংস উৎপাদন ছাড়াও চামড়া, চর্বি সহ সমস্ত কিছুই দেশ বিদেশের ফ্যাক্টরিতে রপ্তানির পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছিল।[৩] এই কসাইখানার রক্তকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সার তৈরি করে আসামের চা বাগানে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল।[৪] কসাইখানার পাশে ১৫০ একর জিমিতে বিশাল জলাশয় নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছিল।[৫] কসাইখানার সাথে সংযোগ করে রেললাইন দ্রুত নির্মাণ হয়েছিল। এই কসাইখানা নির্মাণের পরিকল্পনাতে বার্ষিক লক্ষাধিক আয় ব্রিটিশ সরকারের সাথে সাথে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হওয়া নিশ্চিত ছিল।

উনিশ শতকের শুরু থেকে ব্রিটিশ পুঁজি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছিল। তবে, ব্রিটিশ পুঁজি এতোদিন বস্ত্র শিল্পে, লৌহ-ইস্পাত শিল্পে, রেল পরিবহনে, কয়লা উত্তলোনে, চা বাগিচার ন্যায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছিল। বাক্সবন্ধী গো-মাংস উৎপাদনের জন্য কসাইখানা নির্মাণ ভারত ভূমিতে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের নবতম সংযোজন ছিল বলা যায়। যা, ভারতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তবুও ব্রিটিশ সরকার মুনাফার

জন্য এবং তাদের প্রিয় খাদ্য বস্তুর উৎপাদনের জন্য ভারত ভূমিতে কসাইখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিকল্পানার বিরুদ্ধে ভারতীয়রা যে হিন্দু-মুসলিম এক হয়ে আন্দোলন করে তাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবে, ব্রিটিশ সরকার তা ভাবতে পারেনি। ভারত ইতিহাসে রতৌনা কসাইখানা বিরোধী আন্দোলন শুধু এক সফল আন্দোলন রূপে নয়, ভারতীয়দের হিন্দু-মুসলিম সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কাছে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় ভাবনায় গরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। হিন্দু সংস্কৃতিতে গরুর একটি বিশেষ স্থান আছে। বৃষ শিবের বাহন, তাই সাধারণভাবে গরুকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। দুগ্ধবতী গাভীকে মনে করা হয় সর্বভূতের মাতা বলে - 'মাতরঃ সর্বভূতানাং গাবঃ সর্বসুখপ্রদাঃ'। ধনী-দরিদ্র সকলেই যত্নপূর্বক গোজাতির সেবা-শুশ্রূষা করে। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অনেক রাজাই গরু পুষতেন। মহাভারতে আছে, বিরাট রাজার ষাট হাজার গাভী ছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, মুঘল সম্রাট আকবরেরও বহুশত গাভী ও বলদ ছিল। তিনি মুসলমান হয়েও ভারতবর্ষে গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। গোদান-কে হিন্দু সমাজে বিশেষ পুণ্যকাজ বলে মনে করা হয়। অতীতে রাজা-মহারাজারা যে দান-ধ্যান করতেন, তার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল গরু। মুনি-ঋষিদের আশ্রমে প্রচুর সংখ্যক গরু থাকত। পিতা-মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে গোদান করা একটি পবিত্র কাজ। বিবাহে কনের বাড়ি থেকে গাভী বা বকনা বাছুর দান করাও একটি বিশেষ প্রথা। দুগ্ধবতী গাভীকে যে মাতৃবৎ জ্ঞান করা হয় এর প্রমাণ শিশু শ্রীকৃষ্ণের পাশে একটি গাভীর উপস্থিতি। হিন্দুদের সকল শাখা ও সম্প্রদায় গোজাতির মহত্ত্ব ও পবিত্রতা স্বীকার করে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি সকল শাস্ত্রে গোজাতির প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। বৃহৎপরাশরস্মৃতিতে গোজাতির মহত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে - গরুকে স্পর্শ করলে পাপ দূর হয়, গরুর সেবা করলে বিত্তলাভ হয়, গোদান করলে স্বর্গলাভ হয়; গরুর মস্তকে ব্রহ্মা, স্কন্ধে শিব, পৃষ্ঠে নারায়ণ এবং চরণে বেদসমূহ অবস্থান করেন। ব্রিটিশরা ভারতে দীর্ঘ শাসনের প্রক্রিয়ায় যেভাবে ভারতের অতীত ইতিহাস এবং সংস্কৃতি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিল তাতে করে এটা বলা যায়না যে, ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় ভাবনার গরুর প্রতি শ্রদ্ধা বিষয়ে তারা অজ্ঞাত ছিল। তবুও, রতৌনা গ্রামে একটি কসাইখানা নির্মাণের উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকারের সুচক্রান্ত পদক্ষেপ ছিলনা; তা বলা যায়না।

সেক্ষেত্রে ১৯২০ সালে সাগর (মধ্যপ্রদেশ) এর পাশে রতৌনা গ্রামে একটি কসাইখানা নির্মাণের উদ্যোগ ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায় ভালোভাবে মোটেই মেনে নেবেনা এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ও যে, এই কসাইখানা বিরোধী আন্দোলনে সামিল হবে, ব্রিটিশ সরকার তা কখনই ভাবেনি। আমরা দেখতে পায় যে, এই কসাইখানা নির্মাণ পরিকল্পনার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এক মুসলিম যুবক আব্দুল গনির নেতৃত্বে। এছাড়া মাখানলাল চতুর্বেদী জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত 'কর্মবীর' পত্রিকার দ্বারা রতৌনা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৬] 'কর্মবীর' পত্রিকায় কসাইখানার বিরোধিতা স্বরূপ এক ডজনের বেশি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লালা লাজপত রায়ও লাহোর থেকে নিজের উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় রতৌনা কসাইখানার বিরোধিতা করেন। ইংরেজিরা এই কসাইখানা পরিকল্পনার উদ্যোগকে সফল করার জন্য এবং এই পরিকল্পনার বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার তাদের ব্রহ্মাস্ত্র 'Dived and Rule' নীতির প্রয়োগ করে। হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ব্রিটিশরা প্রচার করে যে, এই পরিকল্পিত কসাইখানাতে শুধুমাত্র গো, গাভীই হত্যা করা হবে, শূকর হত্যা করা হবে না। সরকার ভেবেছিল এই প্রচারের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় এই আন্দোলন যোগ না দিয়ে, বরং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কিন্তু সরকারের সেই ভাবনা ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ, এই কসাইখানা নির্মাণের সর্বাধিক বিরোধীতা যুবক আব্দুল গনি নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র

সাগর অঞ্চলে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। শুধু আব্দুল গনিই নয়, সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই কসাইখানা নির্মাণের প্রথম বিরোধিতা এক মুসলমান নেতা তাজউদ্দীন করেছিলেন 'তাজ' নামক পত্রিকায়।[৯]

সাগর অঞ্চলের মানুষের আন্দোলন সংবাদপত্রে এমন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে যে, রৌতনা কসাইখানার বিরোধী আন্দোলন ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ভাই আব্দুল গনি এবং মাখনলাল চতুর্বেদীর ভাষণে জনগনকে সজাগ করেছিল। জব্বলপুর এক সাধারণ সভাতে মাখনলাল চতুর্বেদীর ভাষণের কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হল, "আজ অবধি গো-হত্যা র সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা (হিন্দু-মুসলিম) একে অপরের মধ্যে মারামারি করেছি। এই কারণেই ব্রিটিশ সরকার আমাদের মধ্যে বিভেদ নীতি প্রয়োগ করে সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন এই আন্দোলনের ফলে আমরা দুই সম্প্রদায় এক হয়েছি তখন ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতির আসল রূপটি আমাদের সামনে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। যত পরিমাণ গো, গাভী ইউরোপীয়দের মাংস ভোজনের জন্য হত্যা করা হয়, ততোধিক কখনোই মুসলিম সম্প্রদায় তাদের খাদ্যের জন্য হত্যা করেনা। .... গ্রামে আমরা দেখেছি গা, গাভী এক কুটুম্বের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যদি এই কুটুম্বের গা, গাভী ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবে তারা কিভাবে জীবিত থাকবে। যদি জল্লাদ হয়ে ২৫০০ জীবজন্তু হত্যা করার কাজে নামে তাহলে রৌতনা গ্রামের পাশাপাশি বসবাসকারী উপর প্রভাব পড়বে। ....সমুদ্রের মাঝে এক জাহাজের কয়লা শেষ হয়ে গিয়েছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের যাত্রীদের বলে যে, তোমরা সবাই তোমাদের রুটি আমাকে দিয়ে দাও, যা দিয়ে আমি জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন তৈরি করবো। এরকম অবস্থায় জাহাজের যাত্রী কি বলবে? তারা বলবে যে - ভাই ওই ইঞ্জিনের আগুনে আমাদের ফেলে দাও, তাহলে আমাদের রুটিগুলি বিক্রি করতে তোমার কাজে আসবে। আমিও সরকারকে বলছি যে, ইউরোপীয়দের পেটের মধ্যে আমাদের ভরে দাও; গা, গাভী জীবত থাকলে তোমাদের দুধ, ঘি-র যোগান দেবে। .....আমরা অন্ন খাই, বলদ হত্যায় আমাদের শস্যভূমি ভারত বন্ধ্যা হয়ে যাবে, আমাদের প্রিয় ভারতের সন্তানদের জন্য তার গর্ভ থেকে শস্য আর উৎপাদন করতে পারবে না। ....কোম্পানি জানিয়েছে শূকর মারা হবে না। কেন? কারণ কোম্পানি মুসলমানদের অনুভূতি বিবেচনা করে। ভারত এখন জেগে উঠেছে, এই চক্রান্তকারী বিভেদ নীতিতে আর কাজ হবে না। ....আমাদের মুসলমান ভাইদের সহায়তায় আমরা রৌতনা অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো, নিজেদের আত্মশক্তি, নিজেদের আত্ম বলিদানের দ্বারা সরকারকে জানিয়ে দেব যে, আমরা স্বয়ং মৃত্যু বরণ করতে পারি; কিন্তু গো, গাভীর মৃত্যু দেখতে পারবো না"।[১০]

রতৌনা কসাইখানা বিরোধী আন্দোলন পত্র পত্রিকায় দ্বারা শুরু হয়েছিল, তারপরও ব্রিটিশ সরকার তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে আন্দোলনকে সত্যাগ্রহের পথে বিপুল গণ সংযোগের চেষ্টা করা হয়। আন্দোলনের এই পরিকল্পনাকে সফল রূপ দেওয়ার জন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব মাখনলাল চতুর্বেদী ২৫ বছরের আব্দুল গনির হাতে হস্তান্তর করেন।[১১] আব্দুল গনির সাগর অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে সভা করে বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের কাছে আন্দোলনকে গ্রহনযোগ্য করে তুলতে সফল হন। তিনি জনগনকে বোঝান যে, বুন্দেলখন্ডের গোপ্রজাতিকে ধ্বংশ করে গ্রামের কৃষাকদের বেকার করার গভীর ষড়যন্ত্র করেছে।[১২] কারণ, গোপ্রজাতি ছাড়া কৃষক কৃষি কাজ করবে কি করে? বেকার হয়ে কৃষক মজদুরে রূপে জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য হবে। কৃষক কুলি হয়ে ইংরেজদের ইসারায় কাজ করবে।[১৩] কৃষকের সন্তান দুধ, ঘি সুস্বাধু খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবে। এই দেশের স্বনির্ভরতা ধ্বংশ হয়ে যাবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।[১৪] এভাবে আব্দুল গনি তার ভাষণের মাধ্যমে কসাইখানার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন।

আব্দুল গনির নেতৃত্বে রতৌণা কসাইখানা আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়। জনগণ মন থেকে এই আন্দোলনে দলে দলে যোগ দিতে থাকে। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের এই আন্দোলনে সেভাবে সংগঠিত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। তবে সেপ্টেম্বর ১৯২০ সালের কংগ্রেসের কলকাতার বিশেষ অধিবেশন লালা লাজপত রায়ের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হওয়া রৌতনা কসাইখানা বিরোধী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ, লালা লাজপত রায় এই কসাইখানা নির্মাণের বিরুদ্ধে নিজের উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় শুরু থেকেই লিখছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সভাপতিত্বে এই অধিবেশনে রৌতনা কসাইখানা নির্মাণের বিরুদ্ধে চর্চা হয়। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার চায়নি যে, জনসাধারণের আন্দোলনে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহন ঘটুক। তাই এই কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালীন সময় সরকারের তরফে বার্তা প্রকাশিত হয় যে, সরকার রৌতনা কসাইখানা নির্মাণের পরিকল্পনা ত্যাগ করছে। ১৮ ই সেপ্টেম্বর কর্মবীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, সরকার রৌতনা কসাইখানা নির্মাণের পরিকল্পনা স্থগিত করে দিয়েছে।[১৫]

ভারতের ইতিহাসে মধ্যপ্রদেশের সাগর অঞ্চলের জনগণ দ্বারা পরিচালিত রতৌনা কসাইখানা নির্মাণ বিরোধী আন্দোলনের এই সফলতা ছিল, ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয়দের কাছে প্রথম নৈতিক এবং প্রশাসনিক স্তরে পরাজয়। রতৌনা কসাইখানা নির্মাণ বিরোধী আন্দোলনের প্রমুখ নেতৃত্ব ছিল - ভাই আব্দুল গনি এবং মাখনলাল চতুর্বেদী। এই অন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের অন্যতম নজির আমরা দেখতে পায়। এই ঐক্যের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল অনেকটাই গান্ধীজীর দ্বারা। খিলাফত আন্দোলনের দ্বারা গান্ধীজি যেভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন তার ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলিম একতা সাগর অঞ্চলের রতৌনা আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়। রৌতনা গ্রামে কসাইখানা নির্মাণের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার এক ঠিলে তিন পাখি মারতে চেয়েছিল। প্রথমত, ভারতে ব্রিটিশপুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করার সাথে সাথে তাদের প্রিয় খাদ্য বস্তুর সহজলোভ্য করা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতিতে আঘাত হানা। তৃতীয়ত, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি করে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে সুকৌশলে সরিয়ে আনা। শেষ পর্যন্ত রতৌনা কসাইখানা নির্মাণ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের তিনটি উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়। তবে, একথা আমাদের বলতেই হবে যে, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু, তৎকালীন পরিস্থিতে ব্রিটিশ সকারের হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নীতি অসফল হয়েছিল একথা ঠিক। যেখানে এক সময় ব্রিটিশ সরকার কসাইখানা নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল, সেই রৌতনাতে বর্তমানে সরকারি দুগ্ধজাত শিল্প এবং গোপালন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই সরকারি ডেয়ারি শিল্পের ফলে রতৌনা গ্রাম ছাড়াও আশেপাশের গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। সাপ্তাহিক সমাচার পত্র 'প্রজামিত্র', ভোপাল, প্রধান সম্পাদক, বলভদ্র তিয়ারী, ১৯ মার্চ ১৯৯০, পৃষ্ঠা – ৩
২। সাপ্তাহিক সমাচার পত্র 'কর্মবীর' জব্বলপুর, সম্পাদক মাখনলাল চতুর্বেদী, ১৭ জুলাই, ১৯২০, পৃষ্ঠা – ২৭
৩। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৭
৪। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৭
৫। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৭
৬। ১ লা মার্চ ২০২০, Makhanlal Chaturvedi National University Journalism & Communication দ্বারা রতৌনা আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্ণ সমারোহে আয়োজিত সম্মেলনে বিশেষ ব্যাখ্যান।
৭। নইদুনিয়া দৈনিক পত্রিকা, ২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০, মধ্যপ্রদেশ, সাগর, ওয়েবসাইট https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/sagar-htilt-ytktul-fuu-mti-jmo-vqhu-ntulu-vh-gtgtl-nole-j-ratfut-futgontt-yfu-futu-5369083

৮। News Track, 4th April, 2021, Nikesh Mandal রচিত একটি প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট https://english.newstracklive.com/news/makhanlal-chaturvedi-birth anniversary-mc23-nu901-ta325-1153337-1.html

৯। ১ লা মার্চ ২০২০, Makhanlal Chaturvedi National University Journalism & Communication দ্বারা রতৌনা আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্ণ সমারোহে আয়োজিত সম্মেলনে বিশেষ ব্যাখ্যান।

১০। সাপ্তাহিক সমাচার পত্র 'কর্মবীর' জব্বলপুর, সম্পাদক মাখনলাল চতুর্বেদী, ২৮ আগস্ট, ১৯২০

১১। শ্রীকান্ত জোশী রচিত 'কসাইখানা বন্দ হোকর রেহেগা' ২৮ আগস্ট, ১৯২০, পৃষ্ঠা – ২৭

১২। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৭

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৭

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৭

১৫। সাপ্তাহিক সমাচার পত্র 'প্রজামিত্র', ভোপাল, প্রধান সম্পাদক, বলভদ্র তিয়ারী, ১৯ মার্চ ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২৮